মুক্তিযুদ্ধের কণ্ঠস্বর
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

আশফাকুজ্জামান

তাম্রলিপি

মুক্তিযুদ্ধের কণ্ঠস্বর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র
আশফাকুজ্জামান

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৭৬৭

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
মাসুক হেলাল

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার্স
২৮/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪৪০.০০

Muktijuddher Kanthosore Sadhin Bangla Betar Kendro
By : Ashfaquezzaman

First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka–1100

Price : 440.00 $15

ISBN : 978-984-98576-8-6

উৎসর্গ

২৬ মার্চের মতো এতটা রক্তস্নাত ভোর কোনো দিন আসেনি বাঙালির জীবনে। এমনি এক দুঃস্বপ্নের দিনে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে যাঁরা বেতার চালু করেছিলেন এবং যুদ্ধের দিনগুলোয় যাঁরা বেতারে যুক্ত হয়েছিলেন সেই সব শিল্পী-কলাকুশলী ও শব্দসৈনিকদের জন্য শ্রদ্ধা

প্রসঙ্গ কথা

বিংশ শতাব্দী। ১৯৪৭ সাল। ১৪ আগস্টের মধ্যরাত। জন্ম হয় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের। একই সঙ্গে দেশ ভাগ। স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণ। প্রায় ২০০ বছরের পরাধীনতা থেকে মুক্তি। পূর্ব বাংলায় এই প্রথম মধ্যবিত্ত শ্রেণি স্বপ্ন দেখে মাথা তুলে দাঁড়াবার। জেগে ওঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

এ জনপদের মানুষের সংগ্রাম ছিল একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার। অথচ দেশ ভাগের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হলো স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। ইতিহাসের গতিকে কেউ রুখতে পারে না। এখানে যা সত্য তা চিরকালই সত্য। মানুষের ভাগ্য নির্মাণ অথবা দুর্ভাগ্য দূর করার জন্যই ইতিহাস। সাধারণ মানুষ সেই ইতিহাসের নায়ক।

কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্য পূর্ব বাংলার নায়কদের। তাদের নিয়তিতে চিরকাল যেন ট্র্যাজেডি। পাকিস্তানিদের ক্রমাগত দুঃশাসন, অত্যাচারে ভেঙে যায় মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। তারপর ভাষা আন্দোলন। চুয়ান্নর নির্বাচন, সামরিক শাসন, ছয় দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান। গণ-অভ্যুত্থানের পথ ধরে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি। এসব ঘটনা এ অঞ্চলের সব সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে আসে এক মঞ্চে। বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন পূর্ব বাংলার একক নেতা। অবশেষে সত্তরে নির্বাচন। আওয়ামী লীগের অভাবনীয় জয়। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। এদিকে পাকিস্তান সরকার গোপনে ঠিক করে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। প্রতিদিন খারাপ হতে থাকে পরিস্থিতি। আবার ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রায় স্বাধীনতার ঘোষণাই দিলেন। বাঙালির জীবনে নেমে আসে আরও অন্ধকার-অনিশ্চয়তা, অত্যাচার নির্যাতনের শঙ্কা। যুদ্ধের ভয়াবহতা।

কিন্তু সভ্যতার ইতিহাস শোষণ-বঞ্চনার। এর কঠিন অভিঘাতে জর্জরিত না হলে মুক্তি আসে না। তাই বাঙালি জাতি এক নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখে। মুক্তির আশায় নেমে আসে রাজপথে। তারা একত্রিত হয়। মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। তাদের সামনে ভেসে ওঠে অনাগত বাংলাদেশের সুন্দরতম মানচিত্র।

তারপর আসে সেই ভয়ংকর কালরাত! সেদিন ছিল একাত্তরের ২৫ মার্চ। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন শহরের মানুষ। কামান, মর্টার, গুলির আওয়াজ বিদীর্ণ করে সেই রাতের নিস্তব্ধতা। ঘুমন্ত মানুষের ওপর পৃথিবীর নিষ্ঠুর গণহত্যা চালায় পাকিস্তান বাহিনী। নারী-পুরুষ-শিশুর আর্তচিৎকারে ভারী হয়ে ওঠে রাতের বাতাস।

সব যেন শোকের কালো পর্দায় ঢাকা। বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন কি চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যাবে? কিন্তু তাদের তো ভুলে গেলে চলবে না যে তাঁরা সালাম-বরকত-রফিক-জব্বারের পতাকাবাহী। আর আসাদ-জোহা-মতিউরের রক্ত শপথে বলীয়ান।

আবার ২৫ মার্চ রাতেই গ্রেপ্তার হন বঙ্গবন্ধু। মার্চের শুরু থেকেই তাঁর মনে হয়েছিল চূড়ান্ত লড়াইয়ের ডাক এসেছে। আর সময় নেই। যেকোনো সময় তিনি বন্দী হতে পারেন। তাই প্রস্তুতি ছিল স্বাধীনতা ঘোষণার। আর ২৫ মার্চ রাতে গ্রেপ্তারের আগেই ঘোষণা দেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার। রেডিও ট্রান্সমিশন সেটের মাধ্যমে এ ঘোষণা রটে যায় ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর অন্দরমহলে। ইথার তরঙ্গে ভেসে যায় চট্টগ্রামে।

কিন্তু তারপর আসে ২৬ মার্চের দুঃসহ প্রভাত। ভীষণ অনিশ্চয়তার একটি দিন। সেদিনের মতো এতটা রক্তমাখা সূর্যোদয় হয়তো কখনো দেখেনি এ দেশের মানুষ। তবু এ এক নতুন ভোর। নতুন সূর্য। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সূর্য। এমন এক স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের দিনে জন্ম নিয়েছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। এটা ছিল এক অস্থায়ী বেতার সম্প্রচার স্টেশন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এক অকল্পনীয় ভূমিকা ছিল এই বেতারের। প্রথমে চট্টগ্রাম আগ্রাবাদ বেতার কেন্দ্র থেকে শোনা যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। তারপর প্রচার হতে থাকে কালুরঘাট বেতার থেকে...। এক সীমাহীন মৃত্যুভয় ও আতঙ্কের মধ্যে শুরু হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম প্রতিরোধ ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছিল এই কেন্দ্র। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র! ছোট্ট একটি নাম। কিন্তু কী দুর্বিনীত শক্তি ছিল এই নামের। স্বাধীনতার আজ এত বছর পর সেটা কল্পনা করাও কঠিন। এই কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনামাত্র অনেকে অশ্রু ধরে রাখতে পারেনি। সে অশ্রু ছিল আনন্দের, গৌরবের। গভীর আত্মবিশ্বাসে উঠে দাঁড়াবার। এই বেতার দিয়েছিল শত্রুকে আঘাত করার প্রেরণা।

২৫ মার্চ নারকীয় হত্যাকাণ্ডের মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল এ কেন্দ্র। সর্বপ্রথম এই বেতারই পাকিস্তানি স্বৈরশাসককে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল। এর কণ্ঠযোদ্ধারা প্রচণ্ডভাবে ভেঙে দিয়েছিল ইয়াহিয়ার দম্ভ। একই সাথে পৃথিবীকে আহ্বান জানিয়েছিল বাংলাদেশকে তাৎক্ষণিক সমর্থন, স্বীকৃতি ও সহযোগিতা দিতে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার এক অনন্য ঘটনা। মানুষের মনন জগতে সেদিন এই বেতার আলোড়ন তুলেছিল। এক সূত্রে গেঁথেছিল বাঙালির হৃদয়। দেখিয়েছিল ঘুরে দাঁড়াবার প্রত্যয়। এই বেতার থেকে ভেসে আসা বাণীতে ছিল মুক্তির আশা। ভয়াবহ দুঃসময়। সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী বাঙালি। তাদের মনোবল রাখতে হবে অক্ষুণ্ন। ঠিক তখনই আলোকবর্তিকা হয়ে এসেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। এর এক একটি শব্দ যেন এক একটি বুলেট হয়ে বেরিয়েছে।

২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তারের পর তিন দিন পর্যন্ত কেউ জানত না তিনি বেঁচে আছেন না মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে তখন বারবার বলা হয়েছিল তিনি বেঁচে আছেন, সুস্থ আছেন। তিনি যুদ্ধের নির্দেশ দিচ্ছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে আছেন। এমনও বলা হয়েছিল যে তার কথা বেতারে শোনা যাবে।

সে সময় পাকিস্তানের পক্ষে টিক্কা খান ছিলেন গণহত্যার নির্দেশদাতা। স্বাধীন বাংলা বেতারের একটি ঘোষণায় বলা হয়েছিল মুক্তিবাহিনীর হাতে তিনি নিহত হয়েছেন। যুদ্ধের সময় সাধারণত সত্যকে কিছুটা আড়াল করতে হয়। যুদ্ধের যেন এটা এক অলিখিত নিয়ম। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে স্বাধীন বাংলা বেতারকে এ ধরনের কৌশল নিতে হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য হলো নিজেদের উজ্জীবিত রাখা। শত্রুর মনোবল ভেঙে দেওয়া।

এত বড় একটা বর্বর বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের যে ধরনের প্রস্তুতি দরকার বাঙালিদের সেটা প্রায় ছিল না। কিন্তু বাস্তবতা হলো সেই অসম যুদ্ধটাই করতে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার না হওয়া ও টিক্কা খানের মৃত্যু কোনোটাই সত্যি ছিল না। কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত এ দুটি সংবাদ মুক্তিসংগ্রামে এক অভূতপূর্ব গতি এনেছিল।

এভাবে নয় মাস ধরে এই কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে ভূমিকা রেখেছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি বাহিনী গঠনের আগেই এ কেন্দ্র থেকে মুক্তি বাহিনী গঠনের খবর প্রচারিত হয়েছে।

বিশ্বের গণমাধ্যমগুলোয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঘোষণাগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার হয়েছে। দেশ ও বিশ্বের মানুষ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূচনা পর্বের কথা জানতে পেরেছে।

স্বাধীন বাংলা বেতারের ছিল এক বিশাল জার্নি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কালুরঘাটে বিমান হামলার পর চট্টগ্রামের অদূরে পটিয়া থেকে এ কেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু সে উদ্যোগ সফল হয়নি। তারপর রামগড়, ভারতের ত্রিপুরার বাগাফা জঙ্গল, আগরতলা কত জায়গা থেকেই না সেদিন এই বেতার সম্প্রচারের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কোথাও স্থায়ী হতে পারেনি। একটার পর একটা অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত ঘটনায় থেমে যায় সম্প্রচার। অবশেষে আগরতলা থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার চলে যায় কলকাতার বালিগঞ্জের ৫৭/৮ নম্বরে একটি দুইতলা বাড়িতে। এই বাড়িতেই স্থায়ী হয় এর ঠিকানা। একাত্তরের ২৫ মে থেকে ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন পর্যন্ত এখান থেকেই প্রচার হয় স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান। এই কেন্দ্র ছিল মুক্তিযোদ্ধা ও এ দেশের মানুষের বাতিঘর।

এ বেতার যেন শান্তির বাণী দিয়েছে প্রাণে। সেই দুর্বিষহ দিনগুলোয় কত যে অনুষ্ঠান প্রচার করেছে এর যেন শেষ নেই। বাংলা খবর। ইংরেজি খবর। অগ্নিশিখা। চরমপত্র। কথিকা। বঙ্গবন্ধুর বাণী। দেশাত্মবোধক গান 'জগরণী'। বিশ্ব জনমত। জয়বাংলা পত্রিকার সম্পাদকীয়। রণভেরি। রণাঙ্গনের সংবাদ। দর্পণ। উর্দু অনুষ্ঠান। জল্লাদের দরবার। নাটিকা-দৃষ্টিপাত। ইসলামের দৃষ্টিতে। রাজনৈতিক মঞ্চ। সোনার বাংলা। কাঠগড়ায় আসামি। পিন্ডির প্রলাপ। রণাঙ্গনের চিঠি। মুক্ত অঞ্চল ঘুরে এলামসহ কত যে অনুষ্ঠান প্রচার হয়েছে তার যেন শেষ নেই।

তারহীন এই যোগাযোগ হলো বেতার তরঙ্গ। এই তরঙ্গ পাড়ি দিতে পারে এক সীমাহীন দূরত্ব। এটি আলোর গতিতে চলে। একটি মাত্র রেডিও স্টেশন থেকে তথ্য যায় কোটি মানুষের কাছে।

শুধু অস্ত্র দিয়ে যে যুদ্ধ জেতা যায় না একাত্তরে এ দেশের মানুষ সেটা জেনেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মিত্র শক্তি ও অক্ষ শক্তির রেডিও স্টেশন ছিল। তারা এগুলো কাজে লাগায়। ইংরেজরা তাদের বিবিসি বেতার, অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং ভয়েস অব আমেরিকাকে কাজে লাগিয়েছিল।

ঠিক তেমনি মুক্তিযুদ্ধের কণ্ঠস্বর হয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার তরঙ্গ সেদিন ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ-বিদেশের কোটি মানুষের হৃদয়ে।

কৃতজ্ঞতা

এই বইয়ের লেখাগুলো যখন মাসিক পত্রিকা কালি ও কলম, শব্দঘরসহ বিভিন্ন অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশ হয় তখন অনেক প্রিয়জন, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন এসব লেখা নিয়ে বই প্রকাশের কথা বলেছেন। এই মানুষগুলো সব সময় লেখালেখিতে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। তাঁদের এ নিরন্তর উৎসাহ আমার লেখালিখির অনুপ্রেরণা। আগের বইয়ে তাঁদের প্রায় সবার নাম উল্লেখ করেছি। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেক দিনের অনেক প্রিয় বন্ধু গোলাম রফিক, বাকের ভাই ও প্রিয় সহকর্মী এরফান উদ্দিন আহমেদের নাম বাদ পড়েছিল। এরাসহ সবার প্রতি আবারো সীমাহীন কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।

একটি কথা

বইটি লিখতে নানা উৎসের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। অত্যন্ত যত্নসহকারে লেখার পরও কোনো তথ্য বা বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে সেটা অনেক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে যাচাই করার পর পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধন করা হবে। বইটির অধিকাংশ লেখায় শেখ মুজিবুর রহমনের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু লেখা হয়েছে।

সূচিপত্র

পর্ব-১

স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র **১৭-৩৩**

বেতারের স্বপ্নদ্রষ্টা ১৭
যুদ্ধের আগে বেতারের যুদ্ধ ১৮
যেভাবে সৃষ্টি হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র ২১
বেতারের সূচনায় মুশতারী লজ ও বেগম মুশতারী শফী ২৩
বিপ্লবী বেতারের প্রথম উচ্চারণ ২৫
বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ২৬
ইতিহাসের সাক্ষী চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র ২৭
একটি বেতার ও যুদ্ধজয়ের স্বপ্ন ২৮
গুঁড়িয়ে দিয়েছিল বিজয় অহংকার ৩০
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সূচনা পর্বের দুঃসাহসী অভিযাত্রী ৩১
স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় যাঁদের ৩২
বিভিন্ন নামে বেতার ঘোষণা ৩৩

পর্ব-২

স্বাধীনতা ঘোষণা ও ঘোষণাপত্র **৩৪-৪৫**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (জাতির রূপকার) ৩৪
আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান ৩৭
২৭ মার্চ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে মেজর জিয়াউর রহমান ৩৮
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র–মুজিবনগর প্রবাসী সরকার **৪২**
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কী ৪২
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের প্রেক্ষাপট ৪২
১০ এপ্রিলে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ৪৩

পর্ব-৩

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র **৪৬-৫৭**

মুক্তিযুদ্ধের কণ্ঠস্বর ৪৬
বাংলার মাটিতে প্রথম বিমান হামলা ৪৯
এ যেন রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ৫১
অতন্দ্র প্রহরী–স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ৫২
মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট/১২তম ফ্রন্ট ৫৩
কালুরঘাটে প্রচারিত অধিবেশনসমূহ ৫৫

পর্ব-৪

অবরুদ্ধ বাংলাদেশে গণমাধ্যম **৫৮-৮১**

রক্তাক্ত মার্চের গণমাধ্যম ৫৮
অবরুদ্ধ বাংলাদেশে গণমাধ্যমের বেদনা ৬০
বিশ্ব গণমাধ্যম বুঝতে পেরেছিল–গুডবাই পাকিস্তান ৬৩
আলফা-জ্যোতির জয় বাংলা বেতার... ৬৫
সাপ্তাহিক জয়বাংলা পত্রিকা ৬৭
ভারতীয় বেতার ও গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং ইন্দিরা গান্ধীর যুদ্ধ ঘোষণা ৬৮
কালিপ্রসাদ বসু–'আমার চোখে বাংলাদেশ'... ৭০
যুদ্ধে যাচ্ছি–শুধু আপনাকে প্রণাম জানাতে এসেছি ৭৩
বিবিসি বেতারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ৭৪
বালিগঞ্জ রেকর্ড–হিন্দু হোস্টেলে প্রচার ৭৬
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র–পৃথিবীর গণমাধ্যম ৭৭
বেতার সংকেতও যখন মারণাস্ত্র ৭৮
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বেতার ৮০

পর্ব-৫

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অভিযাত্রা **৮২-৯৩**

বিমান হামলার দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে কালুরঘাট পর্বের সমাপ্তি ৮২
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র–কালুরঘাট থেকে পটিয়া ৮২
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র–পটিয়া থেকে রামগড় ৮৪
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র–রামগড় থেকে বাগাফা ৮৬
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র–বাগাফা থেকে আগরতলা ৮৮

এবার ছুটি হলো আগরতলা সম্প্রচারের... ৯০
ত্রিপুরায় বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল ৯১
ত্রিপুরার জন্য ভালোবাসা–বিদায় আগরতলা ৯২

পর্ব-৬
মুজিবনগর–স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ৯৪-৯৮
মুজিবনগর ৯৪
আগরতলা থেকে মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ৯৫
বাংলাদেশ বেতার মুজিবনগর ৯৫
বিদায় বাংলাদেশ বেতার মুজিবনগর... ৯৭

পর্ব-৭
অস্থায়ী সরকার ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ৯৯-১০২
চুয়াডাঙ্গাকে অস্থায়ী রাজধানী ঘোষণা ৯৯
অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ও মন্ত্রিপরিষদের-
ঘোষণাপত্র স্বাধীন বাংলা বেতারে প্রচার ১০০
বেতার সম্প্রচার ও ফকির মোহাম্মদের করুণ মৃত্যু ১০১
স্বাধীন বাংলা বেতারের স্মৃতি বহন করছে খুলনা বেতার কেন্দ্র ১০১

পর্ব-৮
স্বাধীন বাংলা বেতারে গান, কবিতা, আবৃত্তি ও পুঁথি ১০৩-১১০
যুদ্ধদিনে স্বাধীন বাংলা বেতারের গান ১০৩
স্বাধীন বাংলা বেতারের গান–ইতিহাসের অনিবার্য অংশ ১০৪
স্বাধীন বাংলা বেতারের অমর সংগীতশিল্পী ১০৫
স্বাধীন বাংলা বেতারে অংশ নিতে না পারলেও যাঁদের গান গাওয়া হয়েছে ১০৭
স্বাধীন বাংলা বেতারে গান ও কবিতা লিখেছেন যাঁরা ১০৭
স্বাধীন বাংলা বেতারে আবৃত্তি ও পুঁথিপাঠ ১০৮
সংগীত পরিচালনা ও কণ্ঠদান ১১০
সংগীত বিভাগের কাজে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন ১১০

পর্ব-৯
স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠানমালা, শিল্পী ও কলাকুশলী ১১১-১১৬
স্বাধীন বাংলা বেতারের কালজয়ী অনুষ্ঠানমালা ১১১
স্বাধীন বাংলা বেতারের নাট্যকার, নাট্য প্রযোজক ও শিল্পী ১১৪
স্বাধীন বাংলা বেতারের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাঁরা ছিলেন ১১৫
স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান প্রযোজনায় ছিলেন যাঁরা ১১৫
স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান উপস্থাপনা ১১৬
স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ১১৬
স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রকৌশল ও প্রশাসনে যাঁরা ছিলেন ১১৬

পর্ব-১০
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে বুদ্ধিজীবী ও নানা পেশার মানুষ ১১৭-১২২
বুদ্ধিজীবীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ১১৭
স্বাধীন বাংলা বেতারে বুদ্ধিজীবী ১১৮
স্বাধীন বাংলা বেতারে গণপ্রতিনিধি ১১৯
এমএনএ আবদুল মান্নান ১১৯
মুজিবনগর সরকারের প্রেস সচিব আমিনুল হক বাদশা ১২০
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ছাত্রদের ভূমিকা ও স্বাধীন বাংলা বেতারে ছাত্রনেতা ১২১

পর্ব -১১
মহাকাব্যিক ভাষণ ১২৩-১৩৭
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের মহাকাব্যিক ভাষণ ১২৩
প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ ১২৯

পর্ব -১২
মুছে যাক আমার নাম তবু থাক বাংলাদেশ... ১৩৮-১৪২

সূত্র ১৪৩-১৪৫

নির্ঘণ্ট ১৪৬-১৫৬